সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও নারী উন্নয়ন বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

মনীষা বিশ্বাস

সহস্রাব্দ ঘোষণা

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত পৃথিবী গড়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে বহু যুগে, বহু মাত্রায়। এ দাবি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের, সচেতন প্রতিটি নাগরিক এর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছে। আর এ দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল, প্রায় সকল বিশ্বনেতা ও রাষ্ট্রপ্রধান, উন্নয়ন অংশীদারসহ আরো অনেকে। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় দেখা যায়, বেশিরভাগ প্রতিশ্রুতিই পর্যবসিত হয়েছে ব্যর্থতায়, বেশিরভাগ সনদই পরিণত হয়েছে কেবল কাগুজে দলিলে, বাস্তব পরিস্থিতি থেকে যার দূরত্ব যোজন যোজন। এই ব্যর্থতার দায় আমাদের সকলের, বিশেষত রাষ্ট্রপ্রধানদের; কারণ প্রতিশ্রুতি যত বেশি, বাস্তবায়নে আগ্রহ হয়ত ততটাই কম। বেশিরভাগ সনদেই সুনির্দিষ্ট আর পরিমাপযোগ্য সূচক থাকে না, অনেক ক্ষেত্রেই সময়কালও বেঁধে দেয়া থাকে না। ফলে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংখ্যাগত ও গুণগত মান পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। আর তাই সরকার ও বিশ্বনেতাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও হয়ে পড়ে প্রায় অসম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে সহস্রাব্দ ঘোষণা বা মিলেনিয়াম ডিক্লারেশন ব্যতিক্রমী, কারণ এতে লক্ষ্য যেমন সুনির্দিষ্ট, সময় ও মান নির্ণয়ের সূচকও সুস্পষ্ট। ২০০০-এর সেপ্টেম্বরে ১৮৯টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও বিশ্বনেতৃবৃন্দ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ অধিবেশনে সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। আর এই ঘোষণার বেশ কিছুদিন পরে লক্ষ্যমাত্রাগুলো অনুমোদিত হয়।

সহস্রাব্দ ঘোষণার মূল লক্ষ্য ৮টি— ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য নিরসন, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, জেন্ডার সমতার প্রসার ও নারী উন্নয়ন, শিশুমৃত্যু হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নতি, এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়াসহ অন্যান্য রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো, পরিবেশগত ভারসাম্য নিশ্চিত করা ও বৈশ্বিক উন্নয়ন সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য গরিব ও উন্নয়নশীল দেশের পাশাপাশি ধনী দেশের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক

একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটিই এক বা একাধিক স্বীকৃত মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ২, ২২, ২৫ (১) ও ২৮ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কিত। নারী অধিকারসংক্রান্ত সিডও সনদ বিশেষত ১০, ১২ ও ১৪ নম্বর অনুচ্ছদের সাথে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ২, ৩, ৫, ৬ ও ৭ নম্বর লক্ষ্যমাত্রার সামঞ্জস্য রয়েছে। শিশু অধিকার সনদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে ১ নম্বর ছাড়া বাকি ৬টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে। এছাড়াও শিক্ষা অধিকার, স্বাস্থ্য অধিকার,

বাসস্থান, সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন-সংক্রান্ত অধিকারের সাথেও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর সম্পর্ক রয়েছে।[১]

নারীর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রাসঙ্গিকতা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর প্রতিটিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়ন ও নারীর সামগ্রিক অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কিত। তবে কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রা ও সূচক সরাসরি নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, সেগুলো হচ্ছে—

- সকল নারী ও যুবসমাজকে পূর্ণমাত্রায় উৎপাদনশীল শ্রমের সাথে যুক্ত করা;
- মেয়ে ও ছেলেশিশুদের জন্য সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন শতভাগ নিশ্চিত করা;
- প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়ে ও ছেলেশিশুদের মধ্যে লিঙ্গ অসমতা/পার্থক্য দূর করা;
- অকৃষি ক্ষেত্রে নারীশ্রমের হার বাড়ানো;
- জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ (আসন) বাড়ানো;
- মাতৃমৃত্যুর হার কমানো;
- প্রশিক্ষিত ধাত্রী বা স্বাস্থ্যসেবাদানকারীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের হার বাড়ানো;
- কিশোরী বয়সে মাতৃত্বের হার কমানো;
- পরিকল্পিত জন্ম নিশ্চিত করার জন্য জন্মনিরোধক ব্যবস্থা গ্রহণের হার বাড়ানো;
- গর্ভকালীন অবস্থায় ও সদ্যপ্রসূতদের জন্য স্বাস্থ্য পরামর্শ গ্রহণের হার বাড়ানো।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রগতি প্রশংসনীয় হলেও নারীর জন্য সংশ্লিষ্ট সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বেশ কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি আসে নি, শিক্ষার মানও প্রশ্নাতীত নয়। মেয়েশিশুর শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে বেশ কিছু সরকারি প্রণোদনা থাকলেও মূলত আর্থ-সামাজিক কারণে মেয়েদের কিশোরী বয়সে বিয়ে ও মাতৃত্ব খুব সাধারণ ঘটনা। উল্লেখ্য যে, কেবল গরিব পরিবারই নয়, মধ্যবিত্ত ও সচ্ছল পরিবারেও কিশোরী বয়সে বিয়ের ঘটনা ঘটছে। বিষয়টিকে সাধারণ মনে হলেও এর ফলাফল সুদূরপ্রসারী। ১৮ বছরের নিচে বিয়ে বেআইনি হলেও সামাজিক অসচেতনতার কারণে এ আইনের প্রয়োগ ঘটছে না। পরিপূর্ণ শারীরিক বিকাশ না-ঘটার কারণে কিশোরী মাতৃত্ব ঝুঁকিপূর্ণ এবং মা ও শিশুর অপুষ্টির পেছনেও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তার সন্তানধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকে না, থাকে না দক্ষ কর্মী হিসেবে আয়মূলক পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করার সুযোগ। ফলে বাস্তব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকা ছাড়া তার উপায় থাকে না।

'আর একজন নারীকেও যেন একটি প্রাণের জন্ম দিতে গিয়ে নিজের জীবন হারাতে না হয়...' জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব বান কি-মুন ৯ মে ২০১০ তারিখে বিশ্ব মা দিবসে তাঁর একটি বক্তৃতায় এ উক্তি করেন। বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই মাতৃস্বাস্থ্যের অবস্থা আশাব্যঞ্জক নয়, প্রতিরোধযোগ্য হলেও মাতৃমৃত্যুর সংখ্যা

---

[১] *The Millennium Development Goals and Human Rights* যৌথভাবে United Nations High Commissioner for Human Rights and The United Nations Millennium Campaign কর্তৃক প্রকাশিত)

আশঙ্কাজনক। বাংলাদেশ মাতৃস্বাস্থ্যসংক্রান্ত ৫ নম্বর লক্ষ্যের ৬টি সূচকেই পিছিয়ে আছে এবং বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে সেগুলো কোনোমতেই ২০১৫ সালের মধ্যে অর্জন করা সম্ভব হবে না।[২]

সাম্প্রতিককালে তৈরি পোশাকশিল্পে নারীর অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো। কিছুটা সংগঠিত হবার কারণে কিছুদিন আগে তাদের মজুরি স্কেলও সংশোধিত হয়েছে। যদিও বাজারদর ও মুদ্রাস্ফীতির সাথে তা কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সে নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ রয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যুবসমাজ বিশেষত নারীর জন্য নিরাপদ কর্মসংস্থান, উপযুক্ত মজুরি নির্ধারণ এবং কাজের জন্য সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য অর্জনে অনেক বাকি রয়ে গেছে। 'সমকাজে সমমজুরি' এখনো স্লোগান হিসেবেই রয়ে গিয়েছে। অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বলে দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসী শ্রমিকদের আয় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যার একটি বড়ো অংশ নারী। কিন্তু তারা প্রতিনিয়ত শিকার হচ্ছে মানসিক, শারীরিক ও যৌন নির্যাতনের, কর্মমুখী শিক্ষা ও সরকারি সহযোগিতার অভাবে বঞ্চিত হচ্ছে প্রাপ্য অধিকার ও মজুরি থেকে।

বর্তমানে বাংলাদেশের সরকারি ও বিরোধী দলের প্রধান নারী। সাম্প্রতিক নীতির কারণে স্থানীয় সরকারে নারীর অংশগ্রহণ বেড়েছে, নারীরা এখন ভাইস চেয়ারম্যানের মতো নেতৃত্বের আসনে রয়েছেন। বিগত নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ও সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত নারীর সংখ্যাও অতীতের চেয়ে বেশি। নবম জাতীয় সংসদে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারীনেতৃত্বের উপস্থিতি রয়েছে। তাঁরা আছেন পূর্ণমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও হুইপ হিসেবে, আছেন বিভিন্ন সংসদীয় কমিটিতেও। কিন্তু এটি নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ে দেশের সামগ্রিক চিত্র থেকে কিছুটা ভিন্ন, এখনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ খুবই সীমিত।

বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ একটি দেশে পরিবেশবিষয়ক লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ছাড়াও অন্যান্য অর্জন নিমেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে যেতে পারে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে। কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টির গভীরতা ও ব্যাপ্তি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

- যেহেতু নারীপ্রধান খানার আয় ও সম্পদ সীমিত থাকে, কাজেই জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগে তাদের বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে;
- যেকোনো দুর্যোগে নারী (বিশেষত বয়স্কা নারী, কন্যাশিশু, গর্ভবতী ও সদ্যপ্রসবা) ও শিশুরা বেশি দুর্ভোগের শিকার হয়। পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হবার হারও তাদের মধ্যে বেশি;
- প্রথাগতভাবেই সবার জন্য সুপেয় পানি ও জ্বালানি সংগ্রহের ভার থাকে পরিবারের নারী সদস্যদের ওপর, এটি কেবল শ্রমসাধ্যই নয় সময়সাপেক্ষও বটে। ইতোমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, উপকূলীয় অঞ্চলে সাম্প্রতিক আইলা ও সিডরের পরে এ সমস্যাটি প্রকট হয়ে উঠেছে;
- এছাড়া আজও গ্রামবাংলার গরিব পরিবারের দৈনিক খাবারের একটা বড়ো উৎস কুড়িয়ে আনা শাকশবজি। ছোটোখাটো অসুখের টোটকার জন্য বন্য ও অনাবাদি জমির গাছগাছড়ার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রয়োগ আছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শস্য উৎপাদন চক্র বদলে যাচ্ছে বলে এসব সুলভ শাকশবজির পরিমাণও যাচ্ছে কমে। ফলে গরিব পরিবারের খাদ্য, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।

আমাদের মনে রাখা দরকার, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একটি বিশ্বজনীন বিষয়; যা নিজ নিজ দেশের প্রেক্ষাপট ও প্রয়োজন অনুযায়ী অভিযোজন করা দরকার। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ন্যূনতম বিষয়, সামগ্রিকভাবে এগুলো অর্জন করতে গেলে এবং সেই অর্জন টেকসই করতে গেলে তার বাইরেও কিছু লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

---

[২] The Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2009, General Economic Division, Planning Commission ও UNDP Bangladesh কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত

এজন্য সুদূরপ্রসারী এবং সুস্পষ্ট ধারাবাহিক পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা দরকার। নইলে পরিসংখ্যানের বিচারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে, কিন্তু বাস্তব অর্জন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না-ও হতে পারে। তাই নারীর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ ও সে সংক্রান্ত দাবি উত্থাপন বাংলাদেশের নারী উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানোর কৌশলগত ধাপ হতে পারে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জাতিসংঘের ভূমিকা

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ আন্তরিকভাবে সচেষ্ট। তাই বেশিরভাগ অধিদপ্তরই এক বা একাধিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনপ্রক্রিয়ার সাথে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত। জাতিসংঘের বেশিরভাগ কর্মসূচি ও অধিদপ্তর মূলত দায়িত্বপ্রাপ্ত দেশের সরকার ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দেশের প্রেক্ষিতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি মূল্যায়নের কাজ করে থাকে। জাতিসংঘ আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি নীতি নির্ধারণ, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জাতীয় উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহযোগী ভূমিকা পালন করে। ইউনিফেম এবং জুলাই ২০১০-এ স্থাপিত ইউএন-উওমেন জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়নসংক্রান্ত কাজে সরাসরি সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে, বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমান জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির কৌশলগত অবস্থান অনুযায়ী নারীর ক্ষমতায়ন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কয়েকটি মৌলিক বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।[৩] তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো নিম্নরূপ—

- প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে নারী ও মেয়েদের কায়িক পরিশ্রম ও কর্মঘণ্টা কমানো;
- প্রাথমিক শিক্ষার পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়েদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা;
- সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার প্রশ্নে নারীর অধিকার বাড়ানো;
- নারীর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং নারী-পুরুষ মজুরিবৈষম্য দূর করা;
- স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বৃদ্ধি;
- মেয়েশিশু, কিশোরী ও নারীদের প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা।

জাতিসংঘের সহস্রাব্দ প্রচারাভিযান (ইউনাইটেড নেশনস মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন) হচ্ছে জাতিসংঘের আওতায় একটি আন্তঃএজেন্সি উদ্যোগ, যা ২০০২ সালে তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য বিভিন্ন দেশের সাধারণ মানুষের দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিশ্রুত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দায়বদ্ধতা বৃদ্ধিতে জনআন্দোলন গড়ে তোলা। বাংলাদেশ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ। এই প্রচারাভিযানের অংশীদার এ দেশের জনগণ, সুশীল সমাজ, মিডিয়া, উন্নয়ন অংশীদার, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির বাংলাদেশ ও আঞ্চলিক অফিস।[৪]

জাতিসংঘের সাম্প্রতিক অধিবেশনের ফলাফল কী

জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা গৃহীত হয়, যাতে ২০১৫ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়। এর মধ্যে নারী উন্নয়নের জন্য গৃহীত কিছু উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবিদার। আয়োজিত ছয়টি গোলটেবিল বৈঠকের প্রথমটির বিষয় ছিল ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও জেন্ডার। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-বিষয়ক আলোচনায়ও নারীর স্বার্থসংশ্লিষ্ট দিক বিশেষ বিবেচনায় আনা হয়।

---

৩ UNDP Gender Equality Strategy : 2008-2011

৪ www.asiapacific.endpoverty2015.org

২২ সেপ্টেম্বর ২০১০-এ জাতিসংঘের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যগত অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নে একটি সর্বজনীন কৌশল গৃহীত হয়। এতে বলা হয়, আগামী ৫ বছরে জাতিসংঘ ১৬ মিলিয়ন নারী ও শিশুকে নিরাপত্তা দান, ৩৩ মিলিয়ন অনাকাঙ্ক্ষিত মাতৃত্ব ও ১২০ মিলিয়ন শিশুকে নিউমোনিয়া থেকে বাঁচানো এবং অন্যান্য নারী ও শিশুস্বাস্থ্যসংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে ৪০ বিলিয়ন ইউএস ডলার বরাদ্দ করবে। এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছে বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন অংশীদার, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও সুশীল সমাজ। বাংলাদেশসহ ৪০টি দেশ এতে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং বিশ্বের অন্যান্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশের ব্র্যাক ও আইসিডিডিআরবিও এ উদ্যোগের সাথে যুক্ত হবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে।[৫]

বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাচিত সরকারের প্রাসঙ্গিক প্রতিশ্রুতি ও উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাই তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সহস্রাব্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। তাঁর সরকারের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন রয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার দিনবদলের সনদে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সকলের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা, বিশেষত মেয়েশিশুদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ, পরিবারপ্রতি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, প্রয়োজনীয়সংখ্যক হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারী, বিশেষত প্রশিক্ষিত ধাত্রীর নিয়োগ, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীনেতৃত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি।[৬] সরকার ইতোমধ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি, পোশাকশ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণ, নারী ও হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা, নারীশিক্ষায় গুরুত্বারোপ, স্থানীয় সরকার ও জাতীয় সংসদে নারীর অংশগ্রহণ ও নারীনেতৃত্ব বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ বছর বাংলাদেশ শিশুমৃত্যুহার রোধে সাফল্যের জন্য বিশেষ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বিশ্বের ছয়টি দেশের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে একমাত্র বাংলাদেশই এই সাফল্য অর্জন করেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি অঙ্গীকার ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে একটি প্রশংসনীয় শিক্ষানীতি অনুমোদিত হয়েছে, যাতে সকল স্তরের নাগরিকের অংশগ্রহণ ছিল আশাব্যঞ্জক। স্বাস্থ্যনীতি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন এবং আশা করা যায় নারীনীতিতেও সুশীল সমাজের মতামত ও প্রত্যাশার প্রতিফলন থাকবে ও অতি দ্রুত তা অনুমোদিত হবে।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাদের করণীয়

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা যেহেতু আমাদের মানবিক অধিকার, তাই এর যথাযথ বাস্তবায়নে আমাদেরও ভূমিকা রয়েছে। এক অর্থে আমরাই প্রথম প্রজন্ম, যাদের দায়িত্ব আন্তরিক চেষ্টায় এসব লক্ষ্য পূরণে সরকারকে সাহায্য করা এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনা, যাতে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটি আবাসযোগ্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়।

প্রথমত, জনগণ ও সুশীল সমাজের দায়িত্ব প্রতিনিয়ত সরকারকে জনগণের প্রতি তার দায়িত্ব ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিশ্রুতি পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া। ২০১৫ সালের বাকি পাঁচ বছর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অজুহাতেই যেন সরকার ও বিশ্বনেতারা তাঁদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে যাবার সুযোগ না-পান, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকা আবশ্যক। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও বাৎসরিক বাজেটে এসব বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা নিরূপণ করা আমাদের দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, গড় জাতীয় অর্জন স্থানীয় পর্যায়ের সাথে সংগতিপূর্ণ নয়, আবার বিশেষ জনগোষ্ঠীর (নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী) অবস্থার মধ্যেও রয়েছে ব্যাপক তারতম্য। তাই 'নারীর জন্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা', 'বিশেষ জনগোষ্ঠীর জন্য

[৫] Commitments Summary: The Global Strategy for Women's and Children's Health
[৬] আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০০৮

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' ইত্যাদি বিষয় বিশ্লেষণ ও সেগুলো জাতীয় পরিকল্পনা, নীতি ও বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করায় সুশীল সমাজের অগ্রণী ভূমিকা রাখা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে বেশ কিছু মানসম্পন্ন নীতি ও সনদ রয়েছে, রয়েছে গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা, সেখানে নাগরিকদের দায়িত্ব নীতি-পরিকল্পনা-বাজেটের যথাযথ বাস্তবায়নপ্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করা। কারণ দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা, সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাব, সেবাদানকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঠিক মানসিকতার অভাব ইত্যাদি কারণে পরিকল্পনার অনেকটাই বাস্তবায়ন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য জনগণের সাথে সংবাদ মাধ্যমের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ।

শেষ কথা

এ কথা প্রমাণিত এবং যার বেশ কিছু বাস্তব উদাহরণও রয়েছে আমাদের সামনে যে, নীতিগতভাবে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা একটি দেশের জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সম্পদ ও মানবসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন, সেই সাথে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব অনুযায়ী ধনী দেশের কাছ থেকে নিজেদের ন্যায্য পাওনাও বুঝে নিতে হবে। তবে এক্ষেত্রে সীমিত সম্পদ বাধা নয়, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও জনগণের একাত্মতার মাধ্যমে অনেকগুলো সামাজিক বাধাই অতিক্রম করা সম্ভব, যা আমাদের পৌঁছে দিতে পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দোরগোড়ায়। এই সাফল্য ধরে রাখা গেলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হতে পারে, 'তলাবিহীন ঝুড়ি'র বদলে আমাদের দেশ হয়ে উঠতে পারে সত্যিকারের 'সোনার বাংলা'।

মনীষা বিশ্বাস ন্যাশনাল এমডিজি অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড কমিউনিকেশন এক্সপার্ট, ইউএন মিলেনিয়াম ক্যাম্পেইন। monisha.biswas@gmail.com

তথ্যসূত্র

- জাতিসংঘের ৬৫তম অধিবেশনের আলোচনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতিমালা
- http://www.un.org/en/mdg/summit2010/
- UNDP Gender Equality Strategy (2008-2011)
- The Millennium Development Goals: Bangladesh Progress Report 2009, General Economic Division, Planning Commission I UNDP Bangladesh কর্তৃক যৌথভাবে প্রকাশিত
- http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/?asset_id=2578287
- www.asiapacific.endpoverty2015.org